কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি ঘর কেনাবেচা ও দখলের দায়ে একজনের ১৫ দিনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীন পাড়ায় সরকারি বরাদ্দের ঘর কেনাবেচা এবং তালা ভেঙে দখলে নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এক ব্যক্তিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার দুপুর ১টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাজ্জাদ হোসেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম আইয়ুব আলী। তিনি দামুড়হুদা উপজেলার মুক্তারপুর গ্রামের হাশেম আলীর ছেলে।

অভিযানকালে প্রশাসনের কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় দেখা যায়, সরকারের পক্ষ থেকে অন্য একজনের নামে বরাদ্দ দেওয়া ঘরটি অবৈধভাবে কেনাবেচা করা হয়েছে এবং তালা ভেঙে দখলে নেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা ভূমিহীন পাড়ায় অবৈধভাবে সরকারি ঘর কিনে তালা লাগিয়ে দখলে রাখা এবং ঘরটির একাংশ ভাঙার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আইয়ুব আলীকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এর আগে সরকারি ঘরটি কেনাবেচা নিয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছিল। একটি ভিডিও প্রতিবেদনে আইয়ুব আলী নিজেই দাবি করেছিলেন, তিনি সাবানা নামে এক নারীর কাছ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার টাকায় ঘরটি কিনেছেন। তবে স্ট্যাম্পে লেনদেনের চুক্তি হলেও কোনো আনুষ্ঠানিক রেজিস্ট্রি হয়নি বলেও তিনি জানিয়েছিলেন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য সরকারের বরাদ্দ দেওয়া ঘর বিক্রি, হস্তান্তর বা ভাড়া দেওয়া যায় না। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও ওই ঘরে বসবাসের সুযোগ নেই। এসব নিয়ম লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান শেষে ঘরটি থেকে দখলদারের মালামাল সরিয়ে নেওয়ার দৃশ্য দেখা যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের কেউ কেউ প্রশাসনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ ঘরটি প্রকৃত অসহায় ভূমিহীন পরিবারের কাছে বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি ঘর নিয়ে এ ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।